দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 23 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫ .....

বেসরকারী শিক্ষকদের পাশাপাশি সরকারী কলেজ শিক্ষকদেরও আজ থেকে ক্লাস বর্জন

শিশতাক আহমেদ ॥ বেসরকারী শিক্ষক সংগঠনের গাতার ধর্মঘটের পাশাপাশি, বিভিন্ন দাবিতে সরকারী লেজের শিক্ষকরাও কঠোর আন্দোলনে যাচ্ছেন। তাঁরা জ রবিবার থেকে টানা তিন দিনের ক্লাস বর্জন কর্মসূচী রু করবেন। আগামী ৫ থেকে ১০ আগস্ট টানা কর্মবিরতি লন করবেন। এই সময়ের মধ্যেও দাবি পূরণের ব্যবস্থা হলে অবিরাম কর্মবিরতি শুরু করবেন। সরকারী লটেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষকরাও কর্মবিরতিসহ নামুখী কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নেমেছেন। দশ দফা দাবিতে লটেকনিক শিক্ষক সমিতির ডাকে শনিবার থেকে চার নের কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী ক্ষকদের আন্দোলনে এবার পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই অচল ওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বিরাম, ধর্মঘটী বেসরকারী শিক্ষকদের সঙ্গে দুই কদিনের মধ্যে সরকারের আলোচনার হওয়ার সম্ভাবনা য়েছে। সরকারের পক্ষে আলোচনার দায়িত্বে থাকা তথ্য পমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার হ্বান জানিয়েছেন ও যোগাযোগ করছেন বলে শিক্ষক তারা জানিয়েছেন। শিক্ষক নেতারা বলেছেন, ান্দোলনের অংশ হিসেবেই তাঁরা আলোচনায় যাবেন। বে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘটসহ সব ধরনের ান্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে যাবেন। তাঁদের বক্তব্য— এখন আর কোন আশ্বাস নয়, দশ ভাগ বেতন বাড়ানোর সুস্পষ্ট ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই আন্দোলন থামছে না। তা ছাড়া আলোচনা হলেও তাড়াতাড়ি দাবি পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। শিক্ষামন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়া অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের অর্থমন্ত্রীর হওয়ার খবর প্রকাশের পর থেকে তিনিও ক্ষেপে আছেন। এ অবস্থায় অর্থ ছাড়ের বিষয়টি নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছে।

পলিটেকনিক শিক্ষকরাও মাঠে নেমেছেন, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই অচল হতে চলেছে

ছাড়া সরকার এখনও ঠিক করতে পারেনি কিভাবে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেবে। ভেতরে ভেতরে আলোচনা করলেও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নেয়ায় বিশেষ করে অর্থ ছাড়ের বিষয়টি ফয়সালা না হওয়ায় পুরো বিষয়টিই অনিশ্চিত হয়ে আছে।

ধর্মঘটে দেশের পঁচিশ সহস্রাধিক বেসরকারী শিক্ষ

(১৩ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বেসরকারী শিক্ষকদের

(১২-এর পাতার পর)

প্রতিষ্ঠান অচল করে দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষক সংগঠনগুলো নানামুখী কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নামছেন। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট আগামীকাল সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে। সমাবেশ সফল করতে তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে শনিবার অনুষ্ঠিত সংগঠনের এক সভা থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো মহাসমাবেশে যোগ দিতে দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

সরকার সমর্থক শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (শরিফুল) শনিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিনিধি সমাবেশ করে আগামী ২ আগস্ট ঢাকায় মহা অবস্থান এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে আমরণ অনশন করার ঘোষণা দিয়েছে। একই সঙ্গে তারা আগামী মঙ্গলবার জেলায় জেলায় অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ, ২৭ ভূঁইয়া জেলা ও ঢাকা শহরের রাজপথে 'বাসস্থান নাই, তাই রাজপথে' অবস্থান কর্মসূচী পালন করবে। কর্মসূচী ঘোষণা করেন সংগঠনের নেতা অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান। প্রফেসর শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

প্রতিষ্ঠানে অবিরাম ধর্মঘটসহ বিভিন্ন আন্দোলন ক অব্যাহত থাকবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষামন্ত্রী আলোচনার নামে যে এ করছেন তার ফলে দেশের ৯৮ ভাগ শিক্ষা ব্যবস্থা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সকল দায়দায়িত্ব শি স্বার্থবিরোধী শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুককেই করতে হবে। আলোচনার নামে তিনি যে ষড় নীলনক্সা করে শিক্ষক সমাজকে বঞ্চিত করার অপ চালাচ্ছেন, তা হতে দেয়া হবে না।

ধর্মঘটী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের নেতারা শা সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছেন, শেষ মুহূর্তে ময়দান সরকার না দেয়ায় তাঁদের রবিবারের মহাসম স্থগিত করা হয়েছে। তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, ময়দানে সমাবেশের জন্য আবেদন করে শেষ মু বার রাতে জানানো হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনু ই বলে মাঠ বরাদ্দ দেয়া যাচ্ছে না। যে কারণে ই সমাবেশ স্থগিত করতে হয়েছে। এ জন্য কারের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যন্ত্রই এবার আন্দোলন বন্ধ করতে পারবে না। বেতনসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করেই শিক্ষকরা বন। তাঁরা জানান, মহাসমাবেশ স্থগিত করলে দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা বাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তথ্য উপমন্ত্রী আব্দুস পিন্টু সরকারের পক্ষে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার অ জানিয়েছেন। তবে আমাদের বক্তব্য, আন্দোলনরত ক'টি শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে এক সঙ্গে আলোচনা দাবি পূরণের ঘোষণা দিলেই ভাল হয়। সংবাদ সম্ লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন প্রফেসর ড. ম আখতারুজ্জ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ এমএ আ সিদ্দিকী, প্রদীপ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান সাজু প্রমুখ।

এদিকে সব ক'টি বেসরকারী শিক্ষক সংগঠনের অবিরাম ধর্মঘটে দেশের দেড় কোটি শিক্ষার্থীর পড়া লাটে ওঠায় অভিভাবকরা চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সেলিম ভূইয়ার নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য শনিবার রাজধানীতে সভা করে বলেছে, দাবি পূর হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। সেলিম ভূ অভিযোগ করে বলেছেন, অশিক্ষক কিছু শিক্ষক শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছেন।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পা প্রফেসর মাসুমে রুবানী আজ রবিবার থেকে তাঁদের দিনের ক্লাস বর্জন কর্মসূচীর কথা জানিয়ে বলে আমাদের দাবিগুলোর সঙ্গে বারো হাজার শিক্ষক এবং লাখ শিক্ষার্থীর ভাগ্য জড়িত। তাই এই দাবিগুলো পূর হলে আমরাও লাগাতার কর্মবিরতিসহ যে কোন কর্ম দিতে বাধ্য হব। তিনি আজ থেকে ক্লাস বর্জন কর্ম সফলভাবে পালনের জন্য সকল সরকারী কলে